

দোকানী পসারী যত দোকানে দোকানে।  
 সবে বলে হরি হরি অই নাম শুনে।।  
 বাজারে বসতি বড় বড় মহাজন।  
 ঘরে ঘরে সবে করে নাম-সংকীর্তন।।  
 মেলায় এসেছে লোক ফিরে বাড়ী যায়।  
 ঘাটে পথে তারা সবে হরিনাম লয়।।  
 পার হ'য় যত মতো খেয়া ঘাটে রই।  
 অন্য নাম নাহি মুখে হরিনাম বই।।  
 মেলায় অধ্যক্ষ যত তারা বলে 'একি।  
 ভেঙেছিল মেলা কি পুনশ্চ হ'ল নাকি।।'  
 কেহ কেহ ঘুরিতেছে নাগর দোলায়।  
 ঘূর্ণমান হয়ে ভব নদীর গোলায়।।  
 তাহারা চাহিয়া দেখে ঘাটের দিকেতে।  
 মতুয়ারা হরিবলে প্রেমানন্দ চিতে।  
 তারা সবে হরিবলে নাগরদোলায়।  
 অধেঃ-হরি উর্ধ্বে-হরি তরঙ্গ গোলায়।।  
 ঝাঁকি লেগে দোলা ভাঙ্গে এই ভয় ক'রে।  
 দোলা' আলা লোক সব নামাইল পরে।।  
 ভূমিতে নামিয়া লোক হাতে দিয়া তালি।  
 নদীর কিনারে যায় হরি হরি বলি।।  
 বেশ্যারা ছিলেন জলে স্নান করিবারে।  
 কেহ বা বাজারে কেহ কিনারে বা ঘরে।।  
 ওপারে এপারে হরিধ্বনি করে সব।  
 খেয়ানায়ে নদী-মধ্যে উঠিয়াছে রব।।  
 তাহা শুনি বেশ্যাগণ বলে ধন্য ধন্য।  
 হরি হরি বলে তারা হয়ে জ্ঞান শূণ্য।।  
 অশ্রুপূর্ণ শিবনেত্র হরিনাম লয়।  
 মধ্যে ছলুধ্বনি করে জয় জয় জয়।।  
 এই মত পার হ'ল মতুয়ার গণ।  
 নাচিয়া গাইয়া সবে করিল গমন।।  
 মেলায় বাজারে হ'ল কিমাশ্চর্য লীলা।  
 রচিল তারকচন্দ্র পাগলের খেলা।।

## স্বামী মহানন্দের শালনগর গমন

হাসে গায় নাচে কাঁদে মতুয়ার দল।  
 কুন্দসী থামেতে এসে উঠিল সকল।।  
 শ্রীঅদ্বৈত দীননাথ কালাচাঁদ পাল।  
 তিন বাড়ী ভরি'পূর্ণ মতুয়ার দল।।  
 কতকাংশ চলে গেল জয়পুর থাম।  
 তারকের বাড়ী ঘিরে করে হরিনাম।।  
 কুন্দসীর তিন বাড়ী জুড়িয়া বসিল।  
 মধ্যাহ্নিক স্নানাদি ভোজন সমাধিল।।  
 ভোজনের পরে দিয়া হরি হরি ভীর।  
 আচমন করি সবে হইল বাহির।।  
 নাচিতে গাহিতে সবে প্রেমেতে বিভোর।  
 উপনীত হ'ল পালপাড়া শালনগর।।  
 নামেতে মাতিয়া সবে বাহ্যজ্ঞান হারা।  
 বিবর্ণ পুলক স্বেদ চক্ষু অশ্রুধারা।।  
 দিঘলীয়া-বাসী মধুসূদন ঠাকুর।  
 চক্রবর্তী উপাধী ভজনে সুচতুর।।  
 তার এক পুত্র মাত্র অক্ষয় নামেতে।  
 ব্রহ্মত্ব ত্যজিয়া মিশিলেন অই মতে।  
 ছিঁড়িয়া গলার পৈতা দেন পরিচয়।  
 মতুয়া হয়েছি ওড়াকান্দী সম্প্রদায়।।  
 শ্রীগুরু তারকচন্দ্র জননী সাধনা।  
 ওড়াকান্দী হরিচাঁদ করি আরাধনা।।  
 প্রেমদাতা মহানন্দ চিদানন্দময়।  
 জয় ওড়াকান্দী জয় ওড়াকান্দী জয়।।  
 হরিবোলা সঙ্গে তিনি পালপাড়া গিয়া।  
 নামে-প্রেমে কীর্তনেতে গেলেন মাতিয়া।।  
 কীর্তনের মাঝে গিয়া মনের আনন্দে।  
 মহানন্দ পাগলকে করিলেন স্কন্ধে।।  
 মহানন্দ অক্ষয়ের স্কন্ধেতে বসিয়া।  
 অস্থি সন্ধি কল্ যেন দিলেন ছাড়িয়া।।

